[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

রায় আসছে।

বিষয়টি বর্তমান সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা এ বিষয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী নীতিমালা দেখবো। তারপর কি সিদ্ধান্ত হয় দেখা যাবে। বর্তমান সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ আরও বলেন,যেহেতু হাইকোর্টের রায় এসেছে আমরা ইউনিয়ন পরিষদ বসে একটি সিদ্ধান্ত নেব। এ ঘটনায় কেরু এলাকা জুড়ে বইছে আলোচনা সামালোচনার ঝড়। তাহলে কেরু শ্রমিক ইউনিয়নে আবারও কোন অঘটন ঘটতে যাচ্ছে।

কেরু এক শ্রমিক নাম না বলার শর্তে বলেছেন, যে হাইকোর্টের রায় এসেছে সব কিছু সভাপতির উপর নির্ভর করছে। তাই সভাপতি শ্যাম রাখবে না কুল রাখবে।

তবে এ বিষয়ে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, এ বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা, তবে আমি ঢাকা থেকে ফিরে বিষয়টি দেখবো।

দর্শনা কেরুজ চিনিকল ও কৃষি খামার আখ রোপনের উদ্ধোধন

দর্শনা কেরুজ চিনিকল পরিদর্শন ও কৃষি খামারে পীট পদ্ধতি আখ রোপন,আখচাষীদের সাথে মতবিনিময় ও রোপন মৌসুমের শুভ উদ্ধোধন করেন।

গতকাল শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশনের নবাগত চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) কেরুর কৃষি খামার পরিদর্শন করেছেন। চিনিকল সুত্রে জানাযায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশনের নবাগত চেয়ারম্যান শেখ সোয়েবুল আলম এন ডিসি সপ্তাহ তিনেক আগে এ দায়িত্বে নিয়োজিত হন। অন্য মিলে যাওয়ার আগেই তিনি গতকাল শনিবার সকালে কেরু চিনিকল কারখানা ও ডিষ্টিলারী ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে খোজ খবর নেন। কেরু মিল পরিদর্শন শেষে দুপুরে কেরুর কৃষি খামার পরিদর্শন করেন। প্রথমেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্রপর

গ্রামের আখ চাষী আব্দুল হান্নানের জমিতে আখ রোপন করেন।

পরে জীবননগর উপজেলার উথলী ইউনিয়ের মিলস গেট উথলীর ৫নং ইউনিটের সিডিএ সাকী মাহমুদের তত্ত্বাবধানে আফজালুল হক ধীরু,শামীম হোসেন,শওকত,কাওসার, রাশিদুল, আমির,ছমির ও আখ চাষী হাবিবুরের জমিতে ১৮ একর আখ রোপন মৌসুমের উদ্ধোধন করেন। আখ রোপন শেষে দোয়া মাহফিল অনুষ্টিত হয়।
আখ রোপন শেষে কেরুর ডিহিকৃষ্ণপুর কৃষি খামারে সুগার প্লান্টে আখ রোপন,পিট পদ্ধতিতে আখ রোপন দেখেন ও মিলজোন এলাকার দুজন চাষীর জমিতে আখ রোপনের উদ্বোধন করেন। তার আগে উথলি একজন আখচাষীর জমিতে আখ রোপন করেন ও স্হানীয় চাষীদের সাথে এক মত বিনিময় সভা করেন।

কেরুর এম ডি মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অথিতির বক্তব্যে কর্পোরেশন চেয়ারম্যান শেখ শোয়েবুল আলম এনডিসি চাষীদের উদ্দেশ্যে বলেন সরকার অখের দাম এ মৌসুমে প্রতিমন ২২০ টাকা বাড়িয়েছে, আগামী মৌসুমে পাবেন প্রতিমনে ২৪০ টাকা। তার পরেও সরকার আপনাদের পাশে আছে,,যখন যা প্রয়োজন তা অবশ্যই করা হবে,,চাষী সংক্রান্ত সব সুযোগ করে দেয়া হবে,,তিনি বলেন আখচাষ বাড়ান,সাথে ফলনটাও বাড়ান, প্রয়োজনে সাথী ফসল করে অধিক মুনাফা অর্জন করুন। চাষীদের সাথে মত বিনিময শেষে কেরুর ডিহি কৃষি খামারে আসেন। খামারের আখ রোপন দেখেন ও অফিসে কিছু সময় কাটান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, কর্পোরেশনের সচীব চৌধুরী রুহুল আমিন কায়সার,দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর সুযোগ্যা ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মম মোশারফ হোসেন, জি এম (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুঁইয়া, মহাব্যাবস্থাপক ডিস্টিলারি রাজিবুল হাসান, কেরুজ প্রশাসন বিভাগের এডিএম ইউসুফ আলী, ডি জি এম (খামার) সুমন কুমার, ডিজিএম মাহাবুব হাসান,ডিহিকৃষ্ণপুর খামার ইনচার্জ ইমদাদুল হক, দর্শনা কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ,সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, যুগ্ন সম্পাদক মোস্তফিজুর রহমান, বিকাল চারটায় তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে দর্শনা কেরু চিনিকল ত্যাগ করেন।

দর্শনা কেরুজ ডিষ্টিলারীতে ৪৩৮ কোটি টাকার মদ বিক্রির রেকর্ড

কেরুজ কম্পেলেক্সের ৪ ইউনিটের মধ্যে চিনিতে লোকসান হলেও লাভ করেছে বাকি তিনটিতে। কেরুজ ডিষ্টিলারীতে মদ বিক্রিতে রেকর্ড। মদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে স্থাপন করা হয়েছে অটো মেশিন। এ অটো মেশিনে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে উৎপাদন শুরু করবে। এতে করে বৃদ্ধি পাবে উৎপাদন। যে কারণে দেশের মদ বিক্রি কেন্দ্র গুলোতে মদের চাহিদা পূরণ করে দ্বিগুনেরো বেশি মুনাফা অর্জনে সক্ষম হবে প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি বরাবরের মত এবারো মদ বিক্রিতে ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেকর্ড করেছে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠানটি ৪৩৮ কোটি ৯১ লাখ টাকার মদ বিক্রি করেছে। প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র মদ বিক্রি থেকে লাভ করেছে ১৫৫ কোটি টাকা। বিক্রির ১৪৫ কোটি টাকা সরকারি রাজস্ব দিয়েও চিনি কারখানায় প্রায় সাড়ে ৬৮ কোটি টাকা লোকসান পুষিয়ে মূল মুনাফা প্রায় সাড়ে ৮০ কোটি টাকা প্রতিষ্ঠানের খাতায় জমা হয়েছে। যা কোম্পানির ইতিহাসে সর্বোচ্চ বিক্রির রেকর্ড।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোশাররফ হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে শুধু ডিস্টিলারি ইউনিট থেকে কোম্পানি সর্বোচ্চ এ্যালকোহল (মদ) বিক্রি করেছে। যা ৫৭ লাখ ৭৩ হাজার প্রুফ লিটার মদ বিক্রি হয়েছে। যা গত বছরের চেয়ে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ প্রুফ লিটার বেশি। ২০২১-২২ অর্থ বছরে হঠাৎ চাহিদা বাড়ায় সেই বছর ১০ লাখ প্রুফ লিটারের বেশি মদ বিক্রি করে কোম্পানিটি।

তিনি জানান, এ বছর ডিস্টিলারি বিভাগ থেকে ৫৯ লাখ ৬৭ হাজার লিটার মদ উৎপাদন হয়েছে। এরমধ্য ১৬ লাখ ৪২ হাজার ৬১৯ লিটার বিলেতি মদ ও ৩২ লাখ ৮০ হাজার ২২০ লিটার বাংলা মদ উৎপাদন হয়।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোশাররফ হোসেন যোগদানের পর থেকে এ মিলটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আগামীতে আখের মৃল্য বৃদ্ধি করার ফলে আগামীতে আখ চাষ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ১৯৩৮ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় প্রতিষ্ঠিত হয় কেরু এ্যান্ড কোম্পানি। বর্তমানে ছয়টি ইউনিটে চিনি, ডিষ্টিলারি,

ফার্মাসিউটিক্যালস, বাণিজ্যিক খামার, আকন্দবাড়িয়া খামার (পরীক্ষামূলক) এবং জৈব সার উৎপাদন করছে প্রতিষ্ঠানটি। এরমধ্যে শুধু ডিস্টিলারি (মদ) ইউনিটই লাভজনক।

সূত্র জানায়, ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৪২৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা বিক্রি করে প্রতিষ্ঠানটি। ওই বছর রাজস্ব আদায় ও কোম্পানি পরিচালনাসহ সব খরচ বা ৪৯ কোটি ১৭ লাখ টাকা লাভ করে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩১৪ কোটি ৮৭ লাখ টাকার মদ বিক্রি করে কোম্পানি। ওই বছর লাখ হয় ১৪ কোটি ৬৩ লাখ টাকা।

দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করতে সবুজ-মাসুদ সংগঠণের প্যানেল ঘোষনা

কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনের আরমাত্র ১ দিন বাকি। নির্বাচনকে ঘিরে নানা জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভোট গ্রহণের আগেই বিজয় নিশ্চিত করতে সবুজ-মাসুদ সংগঠণের কর্ণধররা প্যানেল ঘোষনা দিয়েছেন।

সবুজ-মাসুদ এক তৃতীয়াংশ ভোটার নিয়ে প্যানেল ঘোষনা দেয়ায় তাদের বিজয় অনেকটা নিশ্চিত বলে শ্রমিক-কর্মচারীরা মনে করছেন। তবে কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন নির্বাচন মানে ভিন্নকিছু। ভোট গণনা শেষে বিজয়ীরা পরবেন বিজয়ের মালা। তা দেখতে শনিবার ভোট গণনা পরবর্তী ফলাফল ঘোষনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ভোটারদের।

দর্শনা কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন ৪ ফেব্রুয়ারি। সে হিসাবে নির্বাচনের আরমাত্র ১দিন বাকি। প্রসাশন ভান্ডার, স্বাস্থ্য বিধান, ইমারত, সেনিটেশন, হাসপাতাল, চোলাই মদ কারখানা, ডিস্টিলারী, বিদ্যুত ও কারখানা, প্রকৌশলী, পরিবহন, ইক্ষু উন্নয়ন, ইক্ষু সংগ্রহ বিভাগ মিলে ভোটার সংখ্যা ১ হাজার ১৮৯ জন ভোটার।

এ ভোটারের বিপরীতে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ (ছাতা) ও সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী (বাইসাইকেল) প্রতীকে লড়বেন। সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হবেন ২ জন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এসএম কবীর (কলস), আনিসুর রহমান (গরুরগাড়ী), রেজাউল করিম টেবিল ও মফিজুল ইসলাম (তালাচাবী), সাধারণ সম্পাদক পদে ৮ বারের নির্বাচিত বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ (চাঁদতারা), সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স (আনারস) ও নতুন প্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর (হারিকেন) প্রতিক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাঠে থাকবেন। যুগ্নসম্পাদক পদেও ২ নির্বাচিত হবেন। ভোট যুদ্ধে মাঠে রয়েছেন বর্তমান যুগ্নসম্পাদক খবির উদ্দিন (আম), সাবেক সহসভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান (চেয়ার), হাফিজুর রহমান (হাস), মহিদুল ইসলাম (হাতপাখা) ও আতিয়ার রহমান (মাছ) প্রতিকে ভোট করবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ইকবাল হোসেন (কাপপিরিচ) ও বাবুল আক্তার (প্রজাপতি), দফতর সম্পাদক পদে সালাউদ্দিন সনেট (উড়োজাহাজ) এবং আবুল হোসেন (হরিণ), প্রচার সম্পাদক পদে সাংবাদিক ইয়াসির আরাফাত মিলন (কুড়েঘর), মিজানুর রহমান (মোড়গ) ও আব্দুল কুদ্দুস (মোবাইল ফোন)। কোষাধ্যক্ষ পদে কায়েশ আব্দুল্লাহ (রিকশা ও আবু সাঈদ (কাঠাল) প্রতীকে ভোট করবেন। এ ছাড়া ৭ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। যারা ভোট যুদ্ধে রয়েছেন তাদের মধ্যে ২ নং ওয়ার্ডে বাবর আলী (বেলচা), আব্বাস আলী (বালতি) ও আমিরুল ইসলাম (ডাব)। ৩ নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম (ডাব), মোজাহারুল ইসলাম (হাতুড়ি), শরিফুল ইসলাম (টর্চলাইট) ও শফিকুল ইসলাম (আখের আটি)। ৪ নং ওয়ার্ডে মতিয়ার রহমান (ডাব), কামরুল হাসান লোমান (আখের আটি), মাহমুনুল হাসান (টর্চলাইট)। ৫ নং ওয়ার্ডে সাইফ উদ্দিন সুমন (ডাব), সাহেব আলী (টর্চলাইট) ও হারিজুল ইসলাম (আখেরআটি) এবং ৭ নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম (গাভী), জহিদুল ইসলাম (বালতি) ইদ্রিস আলী (ডাব), রবিউল ইসলাম (বেলচা) আজাদুল ইসলাম (হাতুড়ি) ও তারাপদ (আখেরআটি) প্রতিকে নির্বাচন করবেন। এবারের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) সাইফুল ইসলাম, সদস্য সচিব পরিবহন বিভাগের (প্রকৌশলী) আবু সাইদ, সদস্য প্রশাসন বিভাগের উপ-ব্যবস্থাপক (পার্সনাল) আলআমিন, উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব) জাবেদ হাসান, জুনিয়ার অফিসার (বানিজ্যিক) জহির উদ্দিন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানাগেছে, প্রশাসন ও হিসাব বিভাগে ১০৯, ওয়ার হাউজ ও ডিস্টিলারী বিভাগে ১৫৪ জন, পরিবহণ বিভাগে ১৮৫ জন,

ইক্ষুসংগ্রহ বিভাগে ১৫৪ জন, ইক্ষু উন্নয়ন বিভাগে ১২৫ জন, উৎপাদন বিভাগে ২৫০ জন এবং প্রকৌশলী বিভাগে ভোটার রয়েছে ২১২ জন। যারা ভোট দিয়ে ২৫ জনকে নির্বাচিত করবেন। এ নির্বাচনকে ঘিরে চলছে নানা সমিকরণ।

সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে প্যানেল ঘোষনা করেছেন সভাপতি প্রার্থী ফিরোজ আহমেদ সবুজ সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মাসুর রহমান মাসুদ। এক তৃতীয়াংশ ভোটর নিয়ে প্যানেল ঘোষনা করায় তাদের বিজয় অনেকটা নিশ্চিত বলে শ্রমিক-কর্মচারীরা মনে করছেন। সব প্রশ্নের উত্তর জানতে শনিবার ভোট গণনা শেষে ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সকলকে।

বর্ণাট্য আয়োজনে দর্শনা কেরুজ মাসুদ সংগঠনের বিশাল কর্মী সমাবেশ

দর্শনা কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ সংগঠনের বিশাল কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধায় দর্শনা কেরুজ ক্যাম্পস এলাকায় অবস্থিত মাসুদুর রহমান সংগঠনের নিজস্ব কার্যলয়ে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মাসুদুর রহমান সংগঠনের সভাপতি চিনিকলের সিআইসি সাহেব আলী শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ চিনিকল ফেডারেশনের সভাপতি ও দর্শনা কেরুজ চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক এবং সংগঠনের কর্ণধর মাসুদুর রহমান মাসুদ।

বক্তব্যে বলেন, বিভিন্ন মিল থেকে প্রায় আড়াই ‘শ কর্মী আমার সংগঠনে এসেছে। আগামী নির্বাচনে আমরা কারও শরণাপন্ন হবো না আমরা কর্মীদের মৃল্যয়ন করবো।আমরা তিল তিল করে কর্মী যোগাড় করেছি আমরা কর্মীদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছি।আগামী জানুয়ারীতে কেরুজ ডিষ্টিলারীতে অটো মেশিন বসবে।অটো মেশিন বসার কারনে অনেক

শ্রমিক বাদ যেত কিন্তু আমরা কোন শ্রমিক যাতে বাদ না যায় সেটা নিশ্চিত করেছি।আমি সব সময় শ্রমিকদের পাশে আছি।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের কর্মী খন্দকার কায়েস আব্দুল্লাহর উপস্থাপনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, শ্যামপুর সুগার মিলের সাবেক সাধারন সম্পাদক বুলু আমিন, দর্শনা কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, সহ-সম্পাদক খবির উদ্দিন, সাবেক সহ-সভাপতি রেজাউল করিম, সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী এস,এম কবীর (সডিএ), সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী ইকবাল হুসাইন।

সমাবেশে আরও উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, ইছা হক মোল্লা, মওলা বকস্, আবু বক্কর, ইয়াসির আরাফাত মিলন, আক্তার হোসেন গাবু, প্রমুখ।